ঝিনাইদহের সাবেক দুই সংসদ সদস্যের অন্তর্বতীকালীন জামিন মঞ্জুর

ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের নেতা ঝিনাইদহ-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য নায়েব আলী জোয়ার্দার ও ঝিনাইদহ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমিকে অন্তর্বতীকালীন জামিন দিয়েছে আদালত। মামলার আগামী ধার্য্য দিন পর্যন্ত তাদের জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে।

তাদের দু’জনের নামেই ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির অফিস ও জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম.এ মজিদের বাসভবনে হামলা ও অগ্নিসংযোগের মামলা রয়েছে। এছাড়া তাহজিব আলম সিদ্দিকী সমির বিরুদ্ধে ১১ বছর আগে জামায়াত কর্মী আব্দুস সালাম হত্যা মামলা রয়েছে।

গত ১৩ সেপ্টেম্বর সাবেক সংসদ সদস্য নায়েব আলী জোয়ার্দারকে তার ঝিনাইদহের বাসা থেকে এবং গত ৮ নভেম্বর তাহজিব আলম সিদ্দিকী সমিকে ঢাকা থেকে র্যাব গ্রেপ্তার করে। এর পর থেকে তারা দু’জনই ঝিনাইদহ জেলা করাগারে ছিলেন।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান তারা দুজনেই কারাগার থেকে ছাড়া পেয়েছেন।

দর্শনায় ওয়ার্ড আওয়ামীলীগ নেতা নফর দেশীয় অস্ত্রসহ গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনার ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি জয়নাল আবেদিন নফরকে দেশীয় অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করেছে সেনাবাহিনী। এসময় তার স্বীকারোক্তিতে তার বাড়ি থেকে দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।

আজ মঙ্গলবার (১৯ নভেম্বর) দুপুরে তাকে সেনাবাহিনী দর্শনা থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে।

গ্রেপ্তারকৃত জয়নাল আবেদিন নফর ওরফে হাতকাটা নফর দর্শনার পৌর এলাকার ১নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং দর্শনা পৌরসভার সাবেক প্যানেল মেয়র। তার বিরুদ্ধে একাধিক হত্যা ও স্বর্ণ চোরাচালানসহ ১০টি মামলা রয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সেনা ক্যাম্প সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সোমবার (১৮ নভেম্বর) দুপুর ২ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা শহরের কোর্টমোড় এলাকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তার স্বীকারোক্তিতে ওই দিন রাতে নফরের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে তার বাড়ি থেকে ২টি রামদা, একটি চাইনিজ কুড়াল, একটি ছুড়ি ও ৬টি চাপাতি উদ্ধার করা হয়। পরে আজ মঙ্গলবার তাকে দর্শনা থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা আর্মি ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর জানান, নফরের বিরুদ্ধে স্বর্ণ, মাদক চোরাকারবারী, অবৈধ অস্ত্র, হত্যা, অগ্নিসংযোগসহ বিভিন্ন থানায় মোট ১০টি মামলা রয়েছে। তিনি এলাকায় শীর্ষ সন্ত্রাসী ও মাদক কারবারি হিসেবে পরিচিত।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীর জানান বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে দর্শনা থানায় নফরকে দেশীয় অস্ত্রসহ সেনাবাহিনী সোপর্দ করেছে। আজ বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করা হয়েছে।

মুজিবনগরের মোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান গ্রেফতার

মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান মফিজকে আটক করেছে র্যাব।

গতকাল রবিবার দিবাগত রাত ২ টার সময় র্যাব-১২, সিপিসি-৩, মেহেরপুরের বৈষম্য বিরোধী ছাত্র জনতার আন্দোলনে সন্ত্রাস

সৃষ্টি কারী মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগ নেতা সন্ত্রাস দমন আইনে দুই মামলার এজাহারনামীয় আসামী মোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমানকে চুয়াডাঙ্গা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

র্যাব-১২ সিপিসি ৩ এর দেওয়া তথ্যে মতে গোপন সাংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর সদর থানার মামলা নং-২০,-সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ (সংশোধনী) ২০১২ এবং মেহেরপুর সদর থানার মামলা নং-০৬, সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ (সংশোধনী) ২০১২ এর মামলাদ্বয়ের এজাহারনামীয় আসামী চুয়াডাঙ্গা জেলার সদর থানাধীন পৌরসভার অন্তর্গত হাসপাতালপাড়া এলাকায় অবস্থান করছে।

এমন তথ্যের ভিত্তিতে রাত ২ টার সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আশরাফউল্লাহ, পিপিএম, কোম্পানী কমান্ডার ও এএসপি মোঃ এনামুল হক, স্কোয়াড কমান্ডার, র্যাব-১২, সিপিসি-৩, মেহেরপুরদ্বয়ের নেতৃত্বে একটি আভিযানিক দল উক্ত এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে আসামী মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মফিজুর রহমানকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্তে মেহেরপুর জেলার সদর থানায় থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

দর্শনা থানা পুলিশের অভিযানে আওয়ামীলীগের ২কর্মী আটক

দর্শনা থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে ২জন আওয়ামীলীগের কর্মীকে আটক করেছে।

জানাযায়, আজ বুধবার রাতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে অভিযান চালায় তিতুদহ ইউনিয়নের ছোট শলুয়া গ্রামে।

এ সময় দর্শনা থানার পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ বিশেষ অভিযান চালিয়ে ছোট শলুয়া গ্রামের মোহাম্মদ আলীর ছেলে আব্দুর রাহিম (৩৫) ও কুড়ালগাছি ইউনিয়নের সদাবরী গ্রামের

আব্দুল বারেক মন্ডলের ছেলে ফরহাদ হোসেনকে (২৫) তার নিজ নিজ বাড়ি থেকে আটক করে।

আজ তাদেরকে রাজনৈতিক মামলায় চুয়াডাঙ্গা কোট হাজতে সোপর্দ করেছে।

দর্শনায় বিশেষ অভিযানে আওয়ামী লীগের ২ কর্মী আটক

দর্শনা থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে ২জন আওয়ামী লীগের ২ জন কর্মীকে আটক করেছে। জানাযায়, আজ মঙ্গলবার ভোরে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে অভিযান চালায় নবগঠিত নেহালপুর ইউনিয়নের নেহালপুর গ্রামে।

এ সময় দর্শনা থানার পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ বিশেষ অভিযান চালিয়ে নেহালপুর গ্রামের মোবারক মন্ডলের ছেলে আক্কাস আলীকে (৪৩) তার বাড়ি থেকে আটক করে। পরে একই সময় অভিযান চালায় তিতুদহ ইউনিয়নের আড়িয়া গ্রামে।

এ সময় পুলিশ আড়িয়া গ্রামের ফজলুর রহমানের ছেলে মাহফুজুর রহমানকে (৪১)তার আটক করে।গতকালই তাদেরকে রাজনৈতিক মামলায় চুয়াডাঙ্গা কোট হাজতে সোপর্দ করেছে।

দর্শনা থানা পুলিশের অভিযানে আওয়ামীলীগের ৬ নেতাকর্মী আটক

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানা পুলিশ বিভিন্ন গ্রামে বিশেষ অভিযান চালিয়ে আওয়ামী লীগের ৬ নেতাকর্মীকে আটক করেছে।

জানাযায় গতকাল রবিবার ও আজ সোমবার দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে বিশেষ অভিযান চালায় বিভিন্ন এলাকায় দর্শনা থানা পুলিশ অভিযান চালায় দর্শনা পৌরসভার জয়নগর গ্রামে।

এ সময় পুলিশ জয়নগর গ্রামের আজের আলীর ছেলে ইকরামুল (৪৪) তিতুদহ ইউনিয়নের হুলিয়ামারী গ্রামের আব্দুস ছাত্তারের ছেলে সাজ্জাদুর রহমান ঝন্টু(৫৮)দর্শনা পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের পারকৃষ্ণপুর গ্রামের এসকাতের ছেলে সোহাদ আলী (৫৫) ও তিতুদহ ইউনিয়নের সাড়াবাড়িয়া গ্রামের আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে আনিছুর রহমান (৪৪)গড়াইটুপি ইউনিয়নের খেজুরতলা গ্রামের আব্দুল মতিন(৫৩)নবগঠিত নেহালপুর ইউনিয়নের নেহালপুর গ্রামের রবজেল হোসেনের ছেলে রাশিদুল ইসলামকে (৫৫)আটক করে।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি শহীদ তিতুমীর ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন এরা প্রত্যকেই তদন্ত মামলার আসামি যার মামলা নং ৯। আজ তাদেরকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করা হয়েছে।

ঝিনাইদহ ২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্যের ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর

ঝিনাইদহ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগ নেতা তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমিকে গ্রেফতারের পর আজ শুক্রবার (০৮ নভেম্বর) সকালে ঝিনাইদহ সিনিয়র চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে ঢাকার সাভার নবীনগর এলাকা থেকে র্যাব-৪ তাকে গ্রেফতার করে। আদালতে পুলিশ ৩টি মামলায় তাকে ১০ দিনের রিমান্ডের আবেদন জানালে আদালতে তাকে ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, ঝিনাইদহ ২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিনদ্দিকী সমিকে র্যাব ৪ ঢাকা নবীনগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করে।

আজ শুক্রবার ভোররাতে তাকে ঝিনাইদহ সদর থানায় নিয়ে আসা হয়। পরে সকালে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়্। তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমির নামে ঝিনাইদহে ১১ বছর আগের জামায়াত কর্মী আব্দুস সালাম হত্যার ঘটনায় গত ২৭ আগস্ট তার বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা, গত ৪ আগস্ট জেলা বিএনপি অফিস ও জেলা বিএনপির সভাপতি এডভোকেট এমএ মজিদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ২টি মামলাসহ মোট ৩টি মামলা রয়েছে। এসব মামলার পর তিনি পলাতক ছিলেন।

তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমি ২০১৪ সালে সতন্ত্র ও ২০১৮ সালে আওয়ামী লীগ মনোনিত সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এবং ২০২৪ সালে আওয়ামী লীগ মনোনিত সংসদ সদস্য প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করে সতন্ত্র প্রার্থী নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুলের কাছে পরাজিত হন। তিনি ছাত্রলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মরহুম নুরে আলম সিদ্দিকীর ছেলে। তিনি ঢাকা ডরিন পাওয়ার লিমিটেড এর মালিক।

মেহেরপুরে সাবেক এসপি, আওয়ামী লীগ নেতাসহ ২৮ জনের নামে মামলা

মেহেরপুরে ২০১৯ সালে ক্রসফায়ারে মোঃ মোসায়েদ হত্যার অভিযোগ এনে আদালতে তৎকালীন পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমান, পিরোজপুর ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাসসহ ২৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শারমিন নাহারের আদালতে নিহতের পিতা মোঃ মসলেম আলী বাদী হয়ে মামলার আবেদন করেন। আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে সিআইডিকে এজাহার নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

মামলার আসামিরা হলেন মেহেরপুরের তৎকালীন পুলিশ সুপার

মোস্তাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্বিক) আঃ মতিন, ডিবি ওসি ওবাইদুর রহমান, এ.এস.আই (নিঃ) মোঃ সাইদুর রহমান, রেজাউল হক, এস.আই আব্বাস, ডিবি মেজবাহ, ওসি রবিউল ইসলাম, এস.আই (নিঃ) বিধান কুমার বিশ্বাস, এ.এস. আই (নিঃ) সাইদুর রহমান, নায়েক আব্দুর রহিম, মোঃ ইকবাল হোসেন, মোঃ তোয়াজ আলী, সাধন কুমার, মিনহাজ, নারদ কুমার, এস.আই অর্জুন, সদর থানা এস.আই জিয়া, পিরোজপুর ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, তুফান, চঞ্চল, মোঃ সেলিম রেজা, কাজী খালেদ সাইফুল্লাহ, মোঃ আঃ হাদি, আবু সুফিয়ান, সোহাগ, বারিকুল ইসলাম লিজন, নিয়ত আলী।

মামলার আরজিতে বলা হয়েছে, মৃত মোসায়েদ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বি.এন.পি এর একজন তৃনমূল পর্যায়ের কর্মী ছিল। এই মনোরাগে আসামীগণ বাংলাদেশ পুলিশ প্রশাসনে কর্মরত থাকায় আসামীগণ আওয়ামীলীগ দলীয় নেতা কর্মী হওয়ায় তাহাদের প্ররোচনায় মৃত মোসায়েদ কে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মাদক মামলায় গেফতার দেখাইয়া আদালতের মাধ্যমে মিথ্যা মামলায় জেল হাজতে প্রেরণ করতো।

২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখ রাতে মোসায়েদ কে রাতে বাড়ী হইতে গ্রেফতার করিয়া মেহেরপুর সদর থানায় নিয়ে যায়। পরের দিন সকাল বেলায় আমি ও ১ নং স্বাক্ষী আমার মৃত ছেলের বউ খাবার ও নৃত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র নিয়ে ছেলেকে থানায় দেখতে যায় এবং ছেলেকে হাজত খানায় দেখতে পাই।

৩ তারিখে আসামীরাসহ অজ্ঞাত পরিচয়ে পুলিশ মেহেরপুর থানা হাজত খানা হইতে অজ্ঞাত স্থানে স্থানে নিয়ে যায় আওয়ামীলীগের তৃণমুল পর্যায়ের নেতা কর্মীদের মদদে আসামীরা আমার মৃত ছেলে মোসায়েদকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করিয়া গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে এবং তাহা জানাস্বত্বেও প্রকৃত ঘটনাটি ভিন্নভাবে প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে আমাকে কোন সংবাদ না দিয়ে লাশ মর্গে আনিয়া তড়িঘড়ী করিয়া সুরুতহাল ও ময়না তদন্ত করিয়া আসামীদের প্ররোচনায় আমার নিকট লাশ তড়িঘড়ী করিয়া লাশ প্রদানের নির্দেশনা দেয়।

আমি আসামীদের নিকট আমার মৃত ছেলে মোসায়েদ এর সুরুত হাল ময়না তদন্তের রিপোর্ট দাবী করিলে আসামীগণ তাহা দিতে অস্বীকার করে এবং আসামীরা আমাকে ভয়ভীতি দেখাইয়া বলে যে, এই বিষয় লইয়া কোন আইন পদক্ষেপ নিলে আমার মৃত ছেলে মোসায়েদ এর মত আমাকেও খুন করিয়া লাশ গুম করিয়া দিবে।

সেকারণে আমি হত্যার বিষয়ে ন্যায় বিচার পাইবার জন্য নালিশ করিতে ভীত হইয়া পড়ি। ০৫ ই আগস্ট ২০২৪ এর গণ বিপ্লবের পর দেশে ন্যায় বিচারের পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় আসামীদের নাম ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া বিজ্ঞ আদালতে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করিতে বিলম্ব হইল।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক গুরুতর অসুস্থ, আইসিইউতে ভর্তি

র্যাবের হাতে সন্ত্রাস বিরোধী আইনে গ্রেফতারকৃত মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের সদ্য সাবেক চেয়ারম্যান এমএ খালেক জেলখানার অসুস্থ হয়ে পড়েছে। পরে তাঁকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় পুলিশী পাহারায় মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (আইসিইউ) তে ভর্তি করা হয়েছে।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের তত্বাবধায়ক চিকিৎসক জমির মো: হাসিবুস সাত্তার এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, মেহেরপুর জেলা কারাগার থেকে গতকাল বৃহস্পতিবার (৩১ অক্টোবর) বিকেলে কারা পুলিশ এমএ খালেককে শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। পরে তার অবস্থা গুরুতর হওয়ায় হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (আইসিইউ) তে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। এমএ খালেকের হার্টেরও সমস্যা রয়েছে এবং ভারতের বেঙ্গালুরের একটি হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। তবে, বর্তমানে তাঁর অবস্থা ভালো।

মেহেরপুর জেলা কারাগারের ভারপ্রাপ্ত জেল সুপার দেবদুলাল জানান, গতকাল বৃহস্পতিবার (৩১ অক্টোবর) দুপুরের দিকে এমএ খালেককে কারাগারে নিয়ে আসেন পুলিশ। তারপর বিকালের দিকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। কারাগারের চিকিৎসক তাঁকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট

জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করেন। সেখানেই ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক এ্যাডঃ শফিকুল আলম জামিনে মুক্তি

সন্ত্রাস বিরোধী আইনে র্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২)’র অভিযানে গ্রেফতারের একদিন পরেই জামিনে মুক্তি পেলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট একেএম শফিকুল আলম।

আজ বৃহস্পতিবার (৩১ অক্টোবর) বিকালে মেহেরপুর জেলা জজ আদালতের বিচারক মো মনজুল ইমামের আদালতে জামিনের আবেদন করলে তিনি জামিন দেন।

মেহেরপুর জজকোর্টের সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী, অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, খন্দকার আব্দুল মতিনসহ কয়েক ডজ্জন আইনজীবী সিনিয়র আইনজীবি জামিনের আবেদন করেন।

তবে, একই মামলায় পৃথকভাবে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সদ্য সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ খালেকের পক্ষে জামিনের আবেদন করলেও তিনি জামিন পাননি ।

অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী বলেন, মেহেরপুর জজকোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান একেএম শফিকুল আলমের পক্ষে জেলা জজ আদালতে জামিনের আবেদন করলে জেলা জজকোর্টের বিচারক মো মনজুল ইমাম এ্যাডঃ শফিকুল আলমের জামিন মঞ্জুর করেন।

এদিক জামিনের পর অ্যাডভোকেট শফিকুল ইসলাম বলেন, আমি সাংবাদিকদের কাছে কৃতজ্ঞ। সাংবাদিকরা আমার ব্যাপারে সবাই পজেটিভ সংবাদ পরিবেশন করেছে। তিনি আরও বলেন, আমাকে মিথ্যা মামলায় হয়রানি করার উদ্দেশ্য আটক করা হয়েছে।